সংবাদ

তারিখ ... 13 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

রায় বহাল

স্কুল-কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে এমপিরা নয়

রায় বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের বেসরকারি স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে সংসদ সদস্যরা থাকতে পারবেন না সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। একই সঙ্গে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ও স্থগিত করেনি আপিল বিভাগ। গতকাল প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বে সভাপতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সভাপতি : পদে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আপিল বিভাগের চার বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও রিট দায়েরকারীর পক্ষে আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ শুনানি করেন।

পরে ইউনুস আলী আকন্দ সাংবাদিকদের বলেন, বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং বোর্ডের প্রো-বিধানমালা ২০০৯ এর ৫(২) ধারা অবৈধ ঘোষণা করে গত ১ জুন রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আইনজীবী ড. ইউনুছ আলী আকন্দ বলেন, হাইকোর্টের এ রায়ের ফলে সংসদ সদস্যরা বেসরকারি স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি হতে পারবেন না। বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেয়। ইউনুস আলী জানান, ওই প্রো-বিধানের ৫ ধারার ক্ষমতা বলে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা ৪টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হতে পারতেন। একই সঙ্গে ১ জুন দেয়া রায়ে রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটিও বাতিল করেছেন একই আদালত। এ বিশেষ কমিটির প্রধান স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। পাশাপাশি আদালত ওই কমিটি ভেঙে দিয়ে এডহক কমিটি গঠন করে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ দেয়।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি দায়ের করেন আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ। এর আগে প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রুল জারি করেছিলেন আদালত। রুলের শুনানি শেষে ১ জুন রায় দেন আদালত। ওই রায় স্থগিতে আপিল বিভাগে আবেদন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ।

রায় বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে : শিক্ষামন্ত্রী

বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সংসদ সদস্যদের (এমপি) সভাপতি মনোনীত না করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট যখন রায় দিয়েছেন তা কীভাবে কার্যকর করব সে বিষয়ে নিশ্চয় কোর্টের ডিরেকশন (নির্দেশনা) আছে, সেটা দেখেই আমরা তা করব। তাৎক্ষণিকভাবে শুনেই এত বড় কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।'

মন্ত্রী গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন।

স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদে এমপিওদের সভাপতি পদে থাকা নিয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিতের আবেদনে গতকাল আপিল বিভাগ সাড়া দেয়নি। এতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় এমপিদের সভাপতি মনোনীত হওয়ার বিধানকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব, আর কিছু করার আছে কিনা? এমপি সাহেবরা বিষয়টি কীভাবে নিচ্ছেন সেটাও দেখার ব্যাপার আছে। এটা নিয়ে কলিগ, এমপি সাহেব ও আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলব, পরামর্শ করব– আর কিছু করার আছে কিনা? তারা যদি মনে করেন আরও কিছু করার আছে তখন এটা বিবেচনা করা হবে।'

আদালত বিশেষ কমিটি বাতিল করলেও এডহক কমিটি করা যাবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি জনপ্রতিনিধিদের বলব সভাপতি আছেন কিনা আছেন, এটা বড় কথা নয়। ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে তার এলাকার উন্নয়ন, এলাকা পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তার বিরাট ভূমিকা আছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সহযোগিতা করা তার বড় কাজ। অনেক জনপ্রতিনিধি আছেন যারা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নন। আমি নিজেও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নই।'

এমপিরা না থাকলে স্কুল ব্যবস্থাপনায় কোন সমস্যা হবে কিনা– জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'এমপিরা তো তার এলাকায় মাত্র চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন। বাকি দুশ', চারশ', পাঁচশটা স্কুল চলতেছে না আমাদের? এটা কোন বড় প্রশ্ন না।'

তিনি আরও বলেন, 'কোর্টের রায় মেনে চলাই আইনত বাধ্যতামূলক। রায়ের বিরুদ্ধে বলার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আমরা তো আপিল করেছি। তার মানে আমরা চেয়েছি এটা থাকুক।'

এমপিরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নেতৃত্বে না থাকলে অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাইলে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'এমপিরা যেগুলোতে ছিলেন সেগুলোতে থাকতে পারবেন না, বাকিগুলো তো চলছে।'